শুরু হচ্ছে অমর একুশে বইমেলা

২৬ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী স্টল ফি সম্পূর্ণ মওকুফ

চপল মাহমুদ
২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:০০ এএম

নতুন ধারার দৈনিক
আমাদেরসময়

দীর্ঘ জটিলতা, টানাপড়েন ও শেষ মুহূর্তের চাপে অবশেষে অমর একুশে বইমেলা ২০২৬-এর প্রস্তুতি প্রাঙ্গণে পূর্ণগতি পেয়েছে। আয়োজক, প্রকাশক ও শ্রমিকরা সক্রিয়ভাবে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন। এর আগে গত রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় বাংলা একাডেমির শহীদ মুনীর চৌধুরী সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে মেলার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম, মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মফিদুর রহমান, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, এবারের মেলায় কোনো প্যাভিলিয়ন থাকবে না এবং পূর্বে বরাদ্দ পাওয়া

প্রকাশকরাও প্যাভিলিয়ন সরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছেন। বৈঠকের পর রাত ১০টায় স্টল বরাদ্দের লটারি অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজকরা জানিয়েছেন, গতকাল সোমবার থেকে প্রকাশকরা নিজ নিজ স্টল

নির্মাণের কাজ শুরু করেন।

এদিকে, অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে তিন শতাধিক প্রকাশকের সংগঠন ‘প্রকাশক ঐক্য’। গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন ইউপিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহরুখ মহিউদ্দিন। তিনি বলেন, আমাদের অবস্থান কোনোভাবেই মেলা, পাঠক বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধ ছিল না। আমাদের মূল দাবি ছিল প্রকাশনার সর্বস্তরের সমঅধিকার নিশ্চিত করা, শিল্পের মর্যাদা রক্ষা এবং মেলার মাঠে কাঠামোগত বৈষম্য দূর করা। তিনি উল্লেখ করেন, সীমাবদ্ধতা ও সময়সংকট থাকা সত্ত্বেও বাংলা একাডেমি ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অব্যাহত আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হয়েছে।

অন্যদিকে, মাঠে কর্মযজ্ঞের দৃশ্যও চোখে পড়ছে। গতকাল সকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখা যায়, হাতুড়ি-পেরেকের শব্দে মুখর চারপাশ। কাঠ, টিন, রঙের ড্রাম ও বাঁশের স্তূপ নিয়ে শ্রমিকরা স্টল তৈরিতে ব্যস্ত। তারা জানিয়েছেন, দুই দিনের মধ্যে স্টল তৈরি করতে হবে। তাই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দলবেঁধে কাজ চলছে। প্রকাশকরা আশা করছেন সময়মতো স্টল প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

এবারের মেলায় কোনো প্যাভিলিয়ন থাকছে না। প্রকাশকরা বলেন, শেষ পর্যন্ত সমাধান হওয়ায় আমরা কাজ শুরু করতে পেরেছি, তবে সময় কম থাকায় সবকিছু গুছিয়ে তোলা চ্যালেঞ্জিং। রমজান ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে পাঠক সমাগম ও বিক্রি নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তায় রয়েছেন তারা।

সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, স্টল ফি সম্পূর্ণ মওকুফ থাকবে এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি দুপুরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মেলার উদ্বোধন করবেন। আয়োজকরা বলছেন, নতুন সরকারের প্রথম বড় জনসমাগমের অনুষ্ঠান হওয়ায় আয়োজন নিয়ে কোনো ঘাটতি রাখতে চায় না প্রশাসন।

গত বছর মেলায় প্রায় ৪০ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছিল। তবে এবারের রাজনৈতিক টানাপড়েন, দেরিতে প্রস্তুতি ও রমজানের সময়সূচির কারণে প্রকাশকরা বিক্রি ও পাঠক সমাগম নিয়ে কিছুটা উদ্বিগ্ন। তবুও আয়োজক ও প্রকাশকরা আশা করছেন, নানা বাধা পেরিয়ে এবারের অমর একুশে বইমেলা প্রাণবন্ত ও সফল হবে।